আত-তা'ইফাতুল মানসুরাহ্

প্রশ্ন: সত্যিকার অর্থে কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন দল দুনিয়াতে আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ! অবশ্যই আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عَنْ مُعَاوِيَة بْن قُرَّة عَنْ أَبِيهِ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَال طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوم السَّاعَة

অর্থ: "মুআ'বিয়া ইবনে কুররা রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লা ম ইরশাদ করেছেন: 'আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকবে, তাদের বিরোধিরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

এ সম্পর্কে আরও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

অর্থ: "মুআ'বিয়া ইবনে কুররা রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 'আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকবে, তারা তাদের বিরোধিদের কোন পরোয়া করবে না"

এই হাদীস দুটি ও আরো অনেক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত একটি দল আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকবে। তারা কাউকে পরোয়া করবে না। কে তাদের পক্ষে কে বিপক্ষে, কে সাহায্য করলো আর কে সাহায্য করলো না এটা তারা পরোয়া করবে না। কিন্তু তারা কি করবে এবং তাদের আমল কি হবে তা খাস করে উল্লেখ করা হয় নি। একারণেই মুহাদ্দিসীনগণ এই দলটিকে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম বুখারী বলেন: قَالَ الْبُخَارِىْ هُمْ اَهْلُ الْعِلْمِ এরা হলেন 'আহলুল ইলম'।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا أَهْلَ الْحَدِيْثِ فَلِا أَدْرِيْ مَنْ هُمْ

অর্থ: "এরা যদি আহলে হাদীসরা না হয় তাহলে এরা কারা তা আমি জানি না।"

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মলের বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাযি ইয়াজ বলেন:

قَالَ الْقَاضِيْ عِيَاضُ اِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ

অর্থ: "ইমাম আহমদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এবং যারা আহলুল হাদীসদের (প্রচলিত আহলে হাদীস নয়) মতানুযায়ী আকীদাহ বিশ্বাস রাখে।"

ইমাম নববী বলেন:

زُهَّادٌ وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُوْنَ وَمِنْهُمْ فُقَهَاءُ وَمِنْهُمْ مُقَاتِلُوْنَ شُجْعَانٌ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْوَاعِ بَيْنَ مُتَفَرِّقَةٌ الطَّائِفَةَ هَذِهِ أَنَّ وَيَحْتَمِلُ قُلْتُ
يَكُوْنُوْنَ قَدْ بَلْ مُجْتَمِعِيْنَ يَكُوْنُوا أَنْ يَلْزَمُ وَلَاْ الْخَيْرِ مِنَ أُخْرَى أَنْوَاعٍ أَهْلُ وَمِنْهُمْ الْمُنْكَرِ عَنِ وَنَاهُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَآمِرُوْنَ
الْأَرْضِ أَقْطَارِ فِيْ مُتَفَرِّقِيْنَ

অর্থ: "এটা হতে পারে যে, ইসলামের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এই দল ছড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী যোদ্ধা এবং তাদের মাঝে রয়েছে ন্যায় বিচারকগণ এবং তাদের মধ্যে আরো রয়েছে হাদীস বিশারদগণ এবং তাদের মাঝে আরো একদল রয়েছে যারা গভীর ইবাদতে মগ্ন এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তারা নিজেদেরকে পার্থিব জীবনের সামগ্রী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং তাদের মাঝে অন্যান্য ভাল প্রকৃতির মানুষও রয়েছে। এটা আবশ্যক নয় যে, তাদেরকে একসাথে থাকতে হবে বরং হতে পারে যে, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়েও থাকতে পারে।"

আমাদের বক্তব্য:

যদিও ইমাম বুখারী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম নববী, ইমাম তিরমিযি সহ বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন তবুও যেহেতু উপরোক্ত হাদীসগুলোতে নির্দিষ্ট কোন গ্রুপকে খাস করা হয় নি। কিন্তু অন্য কিছু হাদীসে এই দলটির বিশেষ একটি পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে তারা 'যুদ্ধ' করবে। তাতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, যদিও ইসলামের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন এবং যাবেন সেই হিসাবে তারা নাজাত প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পরকালে নাজাত প্রাপ্তও হবেন। কিন্তু 'আত-তায়েফাতুল মানসুরাহ'র দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়নি। বরং 'আত-তায়েফাতুল মানসুরাহ' দ্বারা মুজাহিদীনদেরকেই বুঝানো হয়েছে। যারা আল্লাহর রাস্তায় সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। হাদীসগুলো নিম্নে পেশ করা হলো:

مِنَ عِصَابَةٌ عَلَيْهِ يُقَاتِلُ قَائِمًا الدِّينُ هَذَا يَبْرَحَ لَنْ قَالَ أَنَّهُ -و سلم عليه الله صلى- النَّبِيِّ عَنِ سَمُرَةَ بْنِ جَابِرِ عَنْ
السَّاعَةُ تَقُومَ حَتَّى الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: "জাবের বিন সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: এই দ্বীন কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, মুসলিমদের একটি দল সর্বদা দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে।"

الْحَقِّ عَلَى يُقَاتِلُونَ أُمَّتِى مِنْ طَائِفَةٌ تَزَالُ لاَ -و سلم عليه الله صلى- اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ حُصَيْنٍ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ
الدَّجَّالَ الْمَسِيحَ هُمُآخِرُ يُقَاتِلَ حَتَّى نَاوَأَهُمْ مَنْ عَلَى ظَاهِرِينَ

অর্থ: "ইমরান বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমার উম্মতের একটি দল হকের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে। যারা তাদের বিরোধীদের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদেরই সর্বশেষ দলটি মসিহে দাজ্জালের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করবে।"

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - قَالَ - فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -صلى الله عليه وسلم- فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ لاَ. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةَ

অর্থ: "জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর যুদ্ধ করতে থাকবে , কিয়ামত পর্যন্ত তারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অতপর ইসা ইবনে মারইয়াম (আ:) অবতীর্ণ হবেন। মুসলিমদের আমীর বলবেন, সামনে আসুন এবং ইমামতি করুন। ঈসা আ: বলবেন, না! বরং তোমরা একে অপরের ইমাম হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য সম্মান স্বরূপ।"

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। আর তা হচ্ছে, তারা কিতাল করবে, যুদ্ধ করবে এবং এরাই শেষ পর্যন্ত ঈসা (আ:) এর সঙ্গে মিলিত হয়ে দাজ্জালকে হত্যা করবে। সুতরাং যারা আল্লাহর রাস্তায় কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না বা যুদ্ধ করার কোন পরিকল্পনাও নেই তারা নাজাতপ্রাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলেও 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ' বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল হতে পারে না।

বর্তমানে যারা নিজেদেরকে 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র অনুসারী হিসেবে দাবী করে অথচ জিহাদের নাম শুনলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায়, কপালে ভাঁজ পরে যায়, রাগে-ক্ষোভে দাঁত কড়মড় করে, হৃদপিন্ডের স্পন্দন বেড়ে যায় তাদের জানা উচিৎ যে, ঈসা (আ:) যুদ্ধ করবেন, ইমাম মাহদীও যুদ্ধ করবেন।

সুতরাং যারা কোন পরাশক্তির চোখ রাঙ্গানী আর অস্ত্রের ঝনঝনানীর তোয়াক্কা না করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তারাই ইমাম মাহদীর সঙ্গে এবং ঈসা (আ:) এর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। আর যারা বর্তমানে জিহাদের বিরোধিতা করছে, জিহাদের অপব্যাখ্যা করছে, মুজাহিদীনদের সমালোচনা করছে এবং তাদেরকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়িত করছে। যারা ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের খুশি করার জন্য নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ ও কথার জিহাদ ইত্যাদির দ্বারা অপব্যাখ্যা করছে তারা অচিরেই দাজ্জালের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে নানারকম ফতওয়া দিবে আর দাজ্জালকে সমর্থন যোগাবে।

সুতরাং বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে জিহাদ ও কিতালের পথে চলে আসুন। 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র এর সদস্য হোন। শাহাদাতের তামান্নায় এগিয়ে যান নবী-রাসূলগণের আলোক উজ্জ্বল দীপ্ত রাজপথের দিকে।